রেজিষ্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, আগষ্ট ১৮, ১৯৯৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়,

শাখা-৯

প্রজ্ঞাপণ

তারিখ, ৫ই ফাল্গুন ১৪০৪বাং/১৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৯৮ ইং

এস, আর, ও নং ২১—আইন/শ্রজম/শা-৯-৩(৪)/৯৮ Industrial Relations Ordinance, 1969 (XXIII of 1969) এর section 37(2) এর বিধান মোতাবেক সরকার দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা এর নিম্নবর্ণিত মামলাসমূহের রায় ও সিদ্ধান্ত এতদ্বারা প্রকাশ করিল, যথা :-

ক্রমিক নম্বর	মামলার নাম	নম্বর/বৎসর
১	২	৩
১।	ই, ও, মোকদ্দমা নং	০৫/৯৪
২।	মজুরী পরিশোধ মামলা নং	০১/১৯৯৫
৩।	ফৌজদারী মোকদ্দমা নং	০৩/১৯৯৬
৪।	মজুরী পরিশোধ মামলা নং	৬১/১৯৯৬

মূল্য : টাকা ৬.০০

১	২	৩
৫।	মজুরী পরিশোধ মামলা নং	৭৪/১৯৯৬
৬।	মজুরী পরিশোধ মামলা নং	৪১/১৯৯৭
৭।	মজুরী পরিশোধ মামলা নং	৪২/১৯৯৭
৮।	মজুরী পরিশোধ মামলা নং	৪৩/১৯৯৭

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,
(নীর মোহাম্মদ শাখাওয়াত হোসেন)
উপ-সচিব (শ্রম)।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
৪নং রাজউক এভিনিউ, শ্রম ভবন,
(৭ম তলা), ঢাকা।

ইনিশ্রেশন কেস নং-০৫/১৯৯৪

সহকারী পরিচালক,
জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস,
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার,
কাছারীরোড, ঢাকা—বাদী।

বনাম

(১) কৌয়ত আলী,
(২) আব্দুল হালিম,
(৩) মোঃ আজিম উদ্দিন,
সর্ব পিতা—ছোয়ত আলী
সর্ব সাং—মুরগীবো,
থানা-শিবপুর
জেলা নরসিংদী—আসামীগণ।

উপস্থিত:- মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, (জেলা ও দায়রা জজ),
চেয়ারম্যান, দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

রায়ের তারিখ:-২১-৮-৯৭

রায়

১৯৮২ সালের ইমিগ্রেশন অধ্যাদেশ এর ২১ ও ২৩ ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধের অভিযোগে আসামীগণের বিরুদ্ধে অত্র মোকদ্দমাটি আনীত হইয়াছে।

রাষ্ট্রপক্ষে মোকদ্দমা সংক্ষিপ্তাকারে এই যে, উপরে বর্ণিত আসামী নং-(১) কৌয়ত আলী (২) আব্দুল হালিম ও (৩) আজিম উদ্দিন মালয়শিয়া প্রেরণের মিথ্যা অবলম্বনে শামছুদ্দিন, আহম্মদ আলী ও জয়নাল আবেদীনের নিকট হইতে ১,৭২,০০০·০০ (এক লক্ষ বাহাত্তর হাজার) টাকা স্থানীয় সাক্ষীদের সম্মুখে গ্রহণ করেন। কিন্তু আসামীগণ তাহাদিগকে মালয়শিয়ায় প্রেরণ করে নাই বা তাহাদের নিকট হইতে গৃহীত অর্থ ফেরত দেওয়া হয় নাই। যদি তাহার স্থানীয় নালিশে উক্ত টাকা ফেরত দেওয়ার কথা স্বীকার করিয়াছেন। এই বিষয় নিয়া এক তদন্ত অনুষ্ঠিত হয় সেখানে সাক্ষীগণ কর্তৃক সাক্ষ্য দেওয়া হইয়াছে।

উপরে বর্ণিত অভিযোগের প্রেক্ষিতে সকল আসামীগণ জামিনপ্রাপ্ত হন। অতঃপর তাহাদের বিরুদ্ধে ১৯৮২ সালের ইমিগ্রেশন অডিন্যান্সের ২১ ও ২৩ ধারায় অভিযোগ গঠন করা হয়। রাষ্ট্র পক্ষে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ শামছুদ্দিন, আহম্মদ আলী ও জয়নাল আবেদীন কর্তৃক পি, ডব্লিউ-১,২, ও ৩ হিসাবে সাক্ষ্য প্রদান করা হইয়াছে। তাহাদের সাক্ষ্য শেষে আসামীগণকে ফৌজদারী কার্য বিধির ৩৪২ ধারায় পরীক্ষা করা হইলে তাহারাও পরস্পর নিজেদেরকে নির্দোষ দাবী করেন এবং সাফাই সাক্ষী প্রদান করিবেন না বলিয়া আদালতকে অবহিত করেন।

বিচার্য বিষয় :-

(১) আসামীগণ কর্তৃক ১৯৮২ সালের ইমিগ্রেশন অডিন্যান্সের ২১ ও ২৩ ধারায় কোন শাস্তিযোগ্য অপরাধ সংগঠিত করা হইয়াছে কি না?

(২) আসামীগণ অপরাধী সাব্যস্ত হইলে তাহারা কে কি পরিমাণ শাস্তি পাইবার উপযোগী?

পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত :-

পি, ডব্লিউ-১ শামছুদ্দিন তাহার জবানবন্দির সাক্ষ্যে বলেন যে, তিনি এই মোকদ্দমার ১ নম্বর ক্ষতিগ্রস্ত স্থানী পক্ষ। সাক্ষ্যগ্রহণ অর্থাৎ ইং ২১-৮-৯৭ তারিখ হইতে ৪ বৎসর আগে ঘটনা ঘটে। তাকে উপস্থিত আসামী নং (১) কৌয়ত আলী, (২) আব্দুল হালিম ও (৩) আজিম উদ্দিন তাহার ছেলেকে মালয়েশিয়াতে পাঠাইবে বলিয়া টাকা পয়সা নেয় এবং পরে তাহার ছেলেকে মালয়েশিয়ায় পাঠায় নাই এবং তাহার নিকট হইতে লওয়া টাকা পয়সা ফেরত না দেওয়ায় তিনি নরসিংদী জেলা প্রশাসক বরাবর দরখাস্ত দেন। তাহার জেরা সাক্ষ্যে তিনি বলেন যে কোন তারিখে কাহার সম্মুখে কোন আসামীকে কত টাকা প্রদান করেন তাহা তিনি বলিতে পারেন না। জেলা প্রশাসক, নরসিংদী বরাবর যে দরখাস্ত দেওয়া হয় তাহা কে লিখিয়াছিল তাহা ও তিনি বলিতে পারেন না তাহার টিপ স্বাক্ষর কে লিখিয়াছিল তাহাও তিনি বলিতে পারেন না। প্রাক্তন শত্রুতা বশতঃ আসামীগণকে এই মোকদ্দমাতে জড়িত করা হইয়াছে মর্মে আসামী পক্ষ হইতে Suggestion তিনি উহা সত্য নহে বলিয়া সাক্ষ্য দেন।

পি, ডব্লিউ-২ আহাম্মদ আলী ও পি, ডব্লিউ-৩ জয়নাল আবেদীনের কর্তৃক পি,ডব্লিউ-১ শামসুদ্দিন এর অনুরূপ জবানবন্দি ও জেরার সাক্ষ্য দেওয়া হইয়াছে। অপরদিকে দরখাস্তে বর্ণিত হইয়াছে যে, আসামীগণ কর্তৃক শামসুদ্দিন, আহাম্মদ আলী, ও জয়নাল আবেদীনকে মালয়েশিয়ায় প্রেরণের নিমিত্ত আসামীগণ কর্তৃক ১,৭২,০০০,০০ (এক লক্ষ বাহাত্তর হাজার) টাকা গ্রহণ করা হইয়াছে।

উপরোক্ত অবস্থাধীনে প্রাপ্ত সাক্ষ্যাদি বিবেচনা অন্তে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছি যে, রাষ্ট্র পক্ষ আসামীগণের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ উপযুক্ত সাক্ষ্য দ্বারা স্থাপন করিতে সক্ষম হন নাই। ফলত: আসামীগণ তাহাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ হইতে নির্দোষ সাব্যস্ত হইল। সুতরাং এইরূপ,

আদেশ

হইল। যে, আসামী নং-(১) কৌয়ত আলী, (২) আব্দুল হালিম ও (৩) মো: আজিম উদ্দিন এর বিরুদ্ধে ১৯৮২ সালের ইমিগ্রেশন অর্ডিন্যান্সের ২১ ও ২৩ ধারায় আনীত অভিযোগ হইতে খালাস দেওয়া হইল। তাহাদিগকে তাহাদের স্ব-স্ব জামিনামা হইতে মুক্ত করা গেল।

অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবর প্রেরণ করা হউক।

স্বা:
মো: আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
ঢাকা।
তারিখ : ৩১-৮-৯৭ইং

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
শ্রম ভবন (৭ম তলা),
৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

মজুরী পরিশোধ মামলা নং ১/১৯৯৫

আ: রহিম পাটওয়ারী,
(প্রাক্তন বার্জ সারেং নং ৮৩১১৬)
পিতা-মৃত আবদুল হালিম,
গ্রাম-ছাঞ্জা, পো: মনহরগঞ্জ
থানা লাকসাম, জিলা কুমিল্লা—দরখাস্তকারী।

বনাম

(১) বাংলাদেশ অভ্যন্তরীন নৌ-পরিবহন কর্পোরেশন
পক্ষে-ইহার চেয়ারম্যান,
৫ নং দিলকুশা বা/এ,
ঢাকা-১০০০।

(২) মহা-ব্যবস্থাপক (হিসাব)
বি, আই, ডব্লিউ, টি, সি
৫ নং দিলকুশা বা/এ,
ঢাকা-১০০০।

(৩) উপ-মুখ্য কর্মচারী ব্যবস্থাপক (বহর),
বি, আই, ডব্লিউ টি, সি,
৮৫ নং সিরাজ দৌলা রোড,
নারায়ণগঞ্জ—প্রতিপক্ষগণ।

উপস্থিত :—মোঃ আবদুর রাজ্জাক, (জেলা ও দায়রা জজ),
চেয়ারম্যান, দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

রায়ের তারিখ :-৩১-৮-৯৭

রায়

ইহা ১৯৩৬ সালের মজুরী পরিশোধ আইনের ১৫(২) ধারায় আনীত একটি মোকদ্দমা।

দরখাস্তকারীর বক্তব্য সংক্ষিপ্তকারে এই যে, তিনি ইং ১-৫-৫৬ তারিখ হইতে ৩৭ বৎসরের অধিককাল চাকুরী করিয়া ইং ৩১-১২-৯৩ইং তারিখ বার্জ সারেং হিসাবে অবসর প্রাপ্ত হন। তাহার শেষ মাসিক মজুরী ছিল ২২৯৫ টাকা। অবসরজনিত আনুতোষিক মজুরী হয় ১,৭৪,৪২০ টাকা। উক্ত টাকা হইতে ১,৪৭,১৫০·০৯ টাকা জোরপূর্বক বা অবৈধভাবে কাটিয়া রাখিয়া ইং ২-১১-৯৪ তারিখে ২৪,৭৪৪·৯১ টাকা তাহাকে প্রদান করা হয়। তাহার চাকুরী কালীন সময়ে কোন ডেবিট নোট, বৈকিয়ত তলব ইত্যাদি কিছুই করা হয় নাই। কাজেই, তিনি কর্তনকৃত ১,৪৭,১৫০·০৯ টাকা ফেরত প্রদানের নির্দেশের প্রার্থনায় অত্র মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছেন।

অপরদিকে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীন নৌ-পরিবহন কর্পোরেশনের পক্ষে দাখিলকৃত লিখিত জবাবের ভিত্তিতে দরখাস্তকারীর দাবী অস্বীকার করিয়া এই মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা হইয়াছে।

করপোরেশনের সংক্ষিপ্তকারে মোকদ্দমা এই যে, সারকুলার মোতাবেক প্রতিটি ঘাটতি-জনিত ১৫,০০০ টাকার উর্দ্ধে হইলে তদন্ত সাপেক্ষে এবং উহার নিম্নে হইলে বিভাগীয় সিদ্ধান্তক্রমে কোন ডেবিট নোট ইস্যু করিয়া সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর নিকট হইতে হিসাব মোতাবেক আদায় করা হইয়া থাকে। দরখাস্তকারী ১৯টি ঘাটতিজনিত কেসের সহিত জড়িত ছিলেন। তাহাকে শো-কজ, চার্জশীট প্রদান করা হয় এবং আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া হয়। তিনি দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় তাহার নিকট হইতে আনুপাতিক হিসাব মোতাবেক ১,৪৭,১৫০·০৯ টাকা ডেবিট নোট ইস্যুর মাধ্যমে করপোরেশনের তহবিলে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। এমতাবস্থায়, দরখাস্তকারীর দাবী সম্বলিত মোকদ্দমা খরচাসহ খারিজ-যোগ্য।

বিচার্য বিষয়

(১) দরখাস্তকারী তাহার আনুতোষিক হইতে কর্তনকৃত ১,৪৭,১৫০·০৯ টাকা ফেরত পাইবার হকদার কি না?

পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত:

দরখাস্তকারী আঃ রহিম পাটওয়ারী মোকদ্দমার সমর্থনে পিডব্লিউ-১ হিসাবে সাক্ষ্য দিয়াছেন এবং তাহার দাখিলী সার্ভিস বই, প্রদর্শনী-১ আনুতোষিক সংক্রান্ত পত্র, প্রদর্শনী-২ ও দাবী সংক্রান্ত পত্র, প্রদর্শনী-৩ হিসাবে চিহ্নিত হইয়াছে।

অপরদিকে বি, আই, ডব্লিউটি সির পক্ষে জীবন চন্দ্র সাহা ব্যবস্থাপক (বাণিজ্য), কর্তৃক ডি, ডব্লিউ-১ হিসাবে সাক্ষ্য দেওয়া হইয়াছে এবং তাহাকর্তৃক দাখিলী কাগজাদি যথা দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে আনীত চার্জশিট, প্রদর্শনী-ক সিরিজ, দরখাস্তকারী কর্তৃক দাখিলী জবাব, প্রদর্শনী-খ সিরিজ, তদন্ত ধার্যক্রম ও উহাতে দরখাস্তকারীর জবানবন্দি প্রদর্শনী-গ সিরিজ, তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলী প্রতিবেদন, প্রদর্শনী-ঘ সিরিজ, দরখাস্তকারীর নিকট হইতে মূল্য আদায় ও সর্তকীকরণ পত্রসমূহ, প্রদর্শনী-ঙ সিরিজ এবং ডেবিট নোট প্রদর্শনী-চ সিরিজ হিসাবে চিহ্নিত হইয়াছে।

উপরে বর্ণিত সাক্ষ্যাদি পর্যালোচনায় ইহা স্বীকৃত যে, দরখাস্তকারী ইং ৩১-১২-৯৩ তারিখে বার্ধ গারেং হিসাবে চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করেন এবং ইহাও স্বীকৃত যে তাহার আনুতোষিক নির্ধারিত হয় ১,৭৪,৪২০ টাকা। উক্ত টাকা ঘাটতি কেস বাবদ করপোরেশন কর্তৃক ৪৭,১৫০·০৯ টাকা কর্তন করা হইয়াছে ইহাও স্বীকৃত। দরখাস্তকারীর বক্তব্য এই যে, কোন শো-কজ বা চার্জসীট না দিয়া উক্তরূপ কর্তন আইন বহির্ভূতভাবে করা হইয়াছে।

অপরদিকে করপোরেশনের বক্তব্য এই যে, কর্তন আইনানুভাবে করা হইয়াছে। উপরোক্ত পরিস্থিতিতে অত্র আদালত সমুখে দাখিলী কাগজাদির ভিত্তিতে দরখাস্তকারীর পাওনা হইতে কর্তন সম্পর্কিত ও সংশ্লিষ্ট কাগজাদির বিবরণী নিয়ে "ছক" আকারে নিম্নরূপে বর্ণিত হইল :-

ক্রমিক নং	ঘাটতি সম্পর্কিত বিবরণ	অভিযোগ	জবাব	জবানবন্দি	প্রতিবেদন	সতর্কীকরণ পত্র ও মূল্য আদায় পত্র	ডেবিট নোট	মন্তব্য
(১)	ইনভয়েস নং-১২০/৭৪ তাং ১১-১১-৮৫ দাবী কেসনং ২৫/৮৫/৮৬ ডেবিট নোট নং ২৮৮/১ তারিখ ২৬-৯-৯০ কর্তনকৃত অর্থ ৬,০৩৯/৮২	প্রঃক	প্রঃখ	প্রঃগ	প্রঃঘ	প্রঃঙ	প্রঃচ	
(২)	ইনভয়েস নং ১২৯/৩৯ তাং ৪-৯-৮৫ দাবী কেস নং ১২/৮৫/৮৬ ডেবিট নোট নং ১৮৮/১ তাং ১৩-১১-৮৯ কর্তনকৃত অর্থ ১৭,৪১১/২৯	প্রঃ ক (১)	প্রঃখ (১)	প্রঃগ (১)	প্রঃঘ (১)	প্রঃঙ (১)	প্রঃচ (১)	

ক্রমিক নং	ঘাটতি সম্পর্কিত বিবরণ	অভিযোগ	জবাব	জবাববন্দি	প্রতিবেদন	সতর্কীকরণ পত্র ও মূল্য আদায় পত্র	ডেবিট নোট	মন্তব্য
(৩)	ইনভয়েস নং ২২/৮১ তারিখ ১৭-১০-৮৪ দাবী কেস নং ১১-৮৪-৮৫ ডেবিট নোট নং ১৬৭/১ তাং ২৩-১০-৮৯	প্রঃক (২)	প্রঃখ (২)	প্রঃগ (২)	প্রঃঘ (২)	প্রঃঙ (২)	প্রঃচ (২)	
(৪)	ইনভয়েস নং ২/২২ তাং ৬-৩-৮৫ দাবী কেস নং ৫/৮৪-৮৫ ডেবিট নোট নং ১৭২/১ তাং ২৫-১০-৮৯ কর্তনকৃত অর্থ ৯২০৩/৫৩	প্রঃক (৩)	প্রঃখ (৩)	প্রঃগ (৩)	প্রঃঘ (৩)	প্রঃঙ (৩)	প্রঃচ (৩)	
(৫)	ইনভয়েস নং ৭৮, তাং ১৯-৭-৮৬ দাবী কেস নং ৩/৮৫-৮৬ ডেবিট নোট নং ২৩২/১ তাং ১৭-১২-৮৯ কর্তনকৃত অর্থ ৯,০৩৯/৯৩	প্রঃক (৪)	প্রঃখ (৪)	প্রঃগ (৪)	প্রঃঘ (১)	প্রঃঙ (৩)	প্রঃচ (৪)	
(৬)	ইনভয়েস নং ৭৬/৫৯ তাং ১১-৫-৮৫ দাবী কেস নং ৪২/৮৪-৮৫ ডেবিট নোট নং ১৬৬/২ তাং ২২-১০-৮৯ কর্তনকৃত অর্থ ৫,৯৩৩/৯০	প্রঃক (৫)	প্রঃখ (৫)	প্রঃগ (৫)	প্রঃঘ (১)	প্রঃঙ (৫)	প্রঃচ (৫)	

(৭) ইনভয়েস নং ৯৭/৩৪ তাং ২৮-১২-৮৭ দাবীকেস নং ২৯/৮৭-৮৮ ডেবিট নোট নং ৫৪৩/১ তাং ২৩-১২-৯০ কর্তনকৃত অর্থ ১০,৯০৭/৭০	প্রঃক (৬)	প্রঃখ (৬)	প্রঃগ (৬)	প্রঃঘ (২)	প্রঃঙ (৬)	প্রঃ চ (৬)
(৮) ইনভয়েস নং১২৫ তাং ৮/২/৮৮ দাবী কেস নং ৩/৮৭-৮৮ ডবিট নোট নং ৪২৫/১ তাং ২৯-১০-৯০ কর্তনকৃত অর্থ ২৯,১৯০/২৯	কৈফিয়ত প্রঃক (৭) প্রঃক (৮)	প্রঃখ (৭) প্রঃখ (৮)	প্রঃগ (৭)	প্রঃঘ (৭)	প্রঃ ঙ (৭)	প্রঃ চ (৭)
(৯) ইনভয়েস নং ১১১/৬৯ তাং ২৮-১০-৮৫ দাবী কেস নং ২৩/৮৫-৮৫ ডেবিট নোট নং ১০০/১ তাং ৩৯-৫-৮৯ কর্তনকৃত অর্থ ৪,৯২১/৫০	প্রঃক (৯)	প্রঃখ (৮)	প্রঃগ (৪)	প্রঃঘ (৮)	প্রঃঙ (৮)	প্রঃচ (৮)
(১০) ইনভয়েস নং ২৬/১০০ তাং ৯-১-৮৭ দাবী কেস নং ২৬/৮৬-৮৭ ডেবিট নোট নং ৩২৭/১ তাং ১৯-২-৯০ কর্তনকৃত ৪,৮০৬/৯০	প্রঃক (১০)	প্রঃখ (১০)	প্রঃগ (৯)	প্রঃ ঘ (৫)	প্রঃ ঙ (৯)	প্রঃচ (৯)
(১১) ইনভয়েস নং ২৫/৯৬ তাং ৩০-১-৮৫ দাবী কেস নং ৪৫/৮৪-৮৫ ডেবিট নোট নং ২০২/১ তাং ২৫-১১-৮৯ কর্তনকৃত অর্থ ১১,০৫০/০৬	প্রঃক(ক১১)	প্রঃখ(১১)	প্রঃগ(৯)	প্রঃঘ(৬)	প্রঃঙ(১০)	প্রঃচ(১০)

ক্রমিক নং	ঘাটতি সম্পর্কিত বিবরণ	অভিযোগ	জবাব	জবান বন্দি	প্রতিবেদন	সতর্কীকরণ পত্র ও মূল্য আদায় পত্র	ডেবিট নোট	মন্তব্য
(১২)	ইনভয়েস নং ৩৯/৬৭ তাং ১৩-১১-৮৪ দাবী কেস নং ১৭/৮৪-৮৫ ডেভিট নোট নং ১১৪/১ তাং ২৩-১২-৮৬ কর্তনকৃত অর্থ ২, ৩৯৩/৭৭	কৈফিয়ত প্রঃক(১২)	প্রঃখ(১২) প্রঃ	...	..	..		প্রঃচ(১১)
(১৩)	ইনভয়েস নং ৪৩/ তাং ২৭১-৮১ দাবী কেস নং ২৬০/৮২-৮৩ ডেবিট নোট নং ৪২৪/১ তাং ১৫-৬-৯১ কর্তনকৃত অর্থ ১,১৪৩/৯২	কৈফিয়ত প্রঃক(১০)	...	..		...		প্রঃচ(১২)
(১৪)	ইনভয়েস নং ৩৪/৯৪ তাং ৪-৬-৮৮ দাবী কেস নং ৯/৮৮-৮৯ ডেবিট নোট নং সি ১৩৮ তাং ৫-৩-৮৯ কর্তনকৃত অর্থ ১,৮১৯/৯০	কৈফিয়ত প্রঃক(১৪)	..					প্রঃচ(১৩)

(১৫)	ইনভয়েস নং ৪৬/৬২ তাং ৪-৮-৮৮ দাবী কেস নং ২৬/৮৮-৮৯ ডেবিট নোট নং ৫৪০/১ তাং ২২-১২-৯০ কর্তনকৃত অর্থ ১০,৮৯৫/২৬	কৈফিয়ত প্রঃক(১৫)	..	...	..	প্রঃচ(১৪)
(১৬)	ইনভয়েস নং ১০ তাং ২-১-৮৯ দাবী কেস নং ২৬/৮৮-৮৯ ডেবিট নোট নং ৪৪৯/১ তাং ১-১১-৯০ কর্তনকৃত অর্থ ১৪,৩৬২/১৯	কৈফিয়ত প্রঃক(১৬)	..	..	..	প্রঃচ(১৫)
(১৭)	ইনভয়েস নং ২৯/৮১ তাং ২৬-১১ ৮৮ দাবী কেস নং ৭/৮৮-৮৯ ডেবিট নোট নং ৫৭৬/৯১ তাং ১০-৯-৯১ কর্তনকৃত অর্থ ১,৫৪৫/৭৯	কৈফিয়ত প্রঃক(১৭)	..	..	..	প্রঃচ(১৬)
(১৮)	ইনভয়েস নং ২০ তাং ১২-২-৮৯ দাবী কেস নং ৬৪/৮৮-৮৯ ডেবিট নোট নং ৬০১/১ তাং ২২-১-৯১ কর্তনকৃত অর্থ ৮,৯৭৫/৫২	কৈফিয়ত প্রঃক(১৮)	..	..	..	প্রঃচ(১৭)

উপরোল্লিখিত 'ছক' হইতে দেখা যায় যে, ১ হইতে ১২ নম্বর ক্রমিকে বর্ণিত ঘাটতি কেসসমূহ সম্পর্কে যে কর্তন করা হইয়াছে তৎসর্ম্পকে দরখাস্তকারীকে কৈফিয়ত তলব করা হইলে দরখাস্তকারী কর্তৃকজবাব প্রদান করা হয় এবং বর্ণিত ডেবিট নোটের মাধ্যমে কর্তন করা হয়। এই কর্তন ১৯৩৬ সালের মজুরী পরিশোধ আইনের ১০(১) ধারার বিধান অনুসরণে করা হইয়াছে বিধায় ইহা আইনানুগ মর্মে অত্র আদালতে নির্ধারিত হইল।

অপরদিকে উপরে বর্ণিত 'ছকের' ১৩ হইতে ১৮ নম্বর ক্রমিকে ঘাটতি কেসসমূহ সম্পর্কে শুধুমাত্র দরখাস্তকারীর প্রতি কৈফিয়ত তলব করা হইয়াছে বলিয়া দেখা যায়। কিন্তু এই কৈফিয়ত দরখাস্তকারী প্রাপ্ত হইয়াছে কি না উহা প্রমাণ করিবার নিমিত্ত কোন পিওন বুক, অন্য কোন কাগজাদি আদালতে দাখিল করা হয় নাই। উক্ত ঘাটতি কেসসমূহে জড়িত অর্থের পরিমাণ যথাক্রমে ১,১৪৩·৯২, ১,৮১৯·৯০, ১০,৮৯৫·২৬, ১৪,৩৬২·১৯, ১,৫৪৬·৭৯, এবং ৮,৯৭৫·৫২ একুনে ৩৮,৭৪৩·৫৮ টাকা। উক্ত কর্তন সংক্রান্তে সন্তোষজনক কাগজাদি দাখিল না হওয়ায় এবং উহা আইনানুগভাবে কর্তন করা হয় নাই মর্মে আমি মত পোষন করিতে বাধ্য হইতেছি। কাজেই, দরখাস্তকারীর কর্তনকৃত ১,৪৭,১৫০·০৯ টাকার মধ্যে দরখাস্তকারী উক্ত ৩৮,৭৪৩·৫৮ টাকা ফেরত পাইতে হকদার রহিয়াছেন সুতরাং এইরূপ

আদেশ

হইল যে, মোকদ্দমাটি দোতরফা শুনানীতে বিনাখরচায় আংশিক মঞ্জুর হইল। ১৯৩৭ সনের মজুরী পরিশোধ বিধিমালার ২২(১) ধারার বিধান মোতাবেক দরখাস্তকারীর আনুতোষিক হইতে কর্তনকৃত অর্থের মধ্যে ৩৮,৭৪৩·৫৮ টাকা অদ্য হইতে ৬০ দিনের মধ্যে প্রতিপক্ষগণকে নিম্নস্বাক্ষরকারীর কার্যালয়ে দরখাস্তকারী অনুকূলে জমা প্রদানের নিমিত্ত নির্দেশ দেওয়া হইল। অন্যথায় দরখাস্তকারী উক্ত অর্থ ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের ১৫(৫) ধারার বিধান মোতাবেক প্রতিপক্ষগণ হইতে পাবলিক ডিমাণ্ড হিসাবে আদায় করিতে পারিবেন।

অত্র রায়ে তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
ঢাকা।
তারিখ ৩১-৮-৯৭

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
শ্রম ভবন (৭ম তলা),
৪ নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

জৌজদারী মোকদ্দমা নং- ৩/১৯৯৬

রাজিয়া, কার্ড নং-৩০৭
প্রযত্নে-রুবেল হোসেন,
১৬ বি, বড় মগবাজার,
মধুবাগ, ঢাকা—বাদী।

বনাম

মিঃ গোলাম জাকারিয়া,
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর
ওয়েসিস (প্রঃ) লিঃ,
ফ্যাক্টরী এবং অফিস :
১০০২/বি মালিবাগ চৌধুরী পাড়া,
ঢাকা-১২১৭
থানা-সবুজবাগ—আসামী।

তাং ১৩-৮-৯৭

মামলাটি সাক্ষীর জন্য ধার্য আছে। বাদীনি উপস্থিত। আসামী গোলাম জাকারিয়া জামিনে অনুপস্থিত। ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৩৯(খ)(২) ধারার বিধান মতে জামিনে অনুপস্থিত আসামীর বিরুদ্ধে বিচার কার্যক্রম গ্রহণ করা হইল। দরখাস্তকারীনির পক্ষে সাক্ষী রাজিয়ার জবানবন্দি গ্রহণ করা হইল এবং তাহার দাখিলী কাগজ পত্র প্রদর্শনী-১,১(১) ও ২ হিসাবে চিহ্নিত হইল। আসামী জামিনে অনুপস্থিত বিধায় দরখাস্তকারীনির পক্ষের সাক্ষীকে জেরা এবং ফৌজদারী কার্য বিধির ৩৪২ ধারায় আসামীকে পরীক্ষা করা সম্ভব হইল না। দরখাস্ত-কারীনির পক্ষের যুক্তিতর্ক শুনিলাম।

ইহা ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের ২০ ধারার আওতায় আনীত একটি নালিশ। সংক্ষিপ্তকারে দরখাস্তকারীনির মোকদ্দমা এই যে, তিনি আসামীর অধীনে ইং ১-১১-৯৩ তারিখ স্থায়ী শ্রমিক এবং তাহার শেষ পদবী অপারেটর হিসাবে প্রতি মাসে ১৯০০ টাকা মজুরী প্রাপ্ত হইতেন। তাহার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নাই। তাহাকেসহ অন্যান্য শ্রমিকদেরকেও বিগত কয়েক মাস যাবত মজুরী প্রদান করা হইতেছে না এবং ৮/৯ মাসের ওভারটাইম বিলও প্রদান করা হয় নাই। তাহাকে আসামীর প্রতিষ্ঠানে ঢুকিতে দেওয়া হয় না এবং এই ভাবে কাজ থেকে বিরত রাখা হইয়াছে। তিনি ও অন্যান্য শ্রমিকগণ বকেয়া মজুরী ও কাজে যোগদান চাহিয়া রেজিষ্ট্রী ডাকে ৮-১২-৯৫ ইং তারিখে আসামীর বরাবরে একটি চিঠি প্রেরণ করিয়াছেন। দরখাস্তের বর্ণিত মজুরী, ওভারটাইম ও টারমিনেশন বেনিফিট বাবদসর্বমোট ২২,০০০ টাকা আসামী নিকট দরখাস্তকারীনীর পাওনা রহিয়াছে। তাহার আইনানুগ পাওনা যথাসময়ে প্রদান না করায় আসামী ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের ২০ ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ করি-য়াছেন উল্লেখে তাহার শাস্তির প্রার্থনায় আসামীর বিরুদ্ধে এই নালিশ দরখাস্ত আনয়ন করা হইয়াছে।

বিচার্য বিষয়

(১) আসামী ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের ২০ ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ করিয়াছে কি না ?

(২) আসামী তাহার কৃত অপরাধের নিমিত্ত কি পরিমাণ শাস্তি পাইবার উপযোগ্য ?

(পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত :)

দরখাস্তকারীনি তাহার অভিযোগের সমর্থনে পি, ডব্লিউ-১ হিসাবে সাক্ষ্য দিয়াছেন। আসামীর বরাবরে রেজিষ্ট্রারী ডাকযোগে প্রেরিত ইং ৮-১২-৯৫ তারিখের পত্র এবং পোষ্টাল রশিদ, প্রদর্শনী ১ ও ২ হিসাবে চিহ্নিত হইয়াছে। প্রদর্শনী- ১ এর সহিত সংযুক্ত ২৬ নম্বর ক্রমিকে দরখাস্তকারীনি যোগদানের তারিখ, বেতনের বিবরণ পাওনা মজুরী ওভারটাইমের দেওয়া হইয়াছে। পি, ডব্লিউ-১ দরখাস্তকারীনির সাক্ষ্য মোতাবেক (১) তিনি আসামীর নিকট অক্টোবর ও নভেম্বর ১৯৯৫ মাসের মাসিক ১৯০০ টাকা হিসাবে ৩৮,০০ টাকা, (২) ১৯৯৫ সালের জুনহইতে নভেম্বর মাস পর্যন্ত ওভার টাইন বাবদ ৭,০০০ টাকা, (৩) চাকুরীগত সুবিধা ১৯৯৩ হইতে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত দুই বৎসরের জন্য প্রতি বৎসর ১ মাসের বেতন হিসাবে ৩৮০০ টাকা, (৪) টারমিনেশন বেনিফিট ১২০ দিনের বাবদ ৭,৬০০ টাকা এফুলে ২২,২০০ টাকা দাবীদার রহিয়াছেন। তাহার দাবীকৃত অর্থ ১৯৩৬ সালের মজুরী পরিশোধ আইনের বিধানমতে পরিশোধ আইনের বিধানমতে পরিশোধ না করায় তিনি উক্ত আইনের ২০ ধারায় আওতায় শাস্তি দাবী করিয়াছেন। দরখাস্তকারীনি কর্তৃক তাহার পাওনা চাহিয়া প্রদর্শনী-১ মূলে রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে পত্র দেওয়া হইয়াছে। আসামী গোলাম জাকারিয়া আদালতে উপস্থিত হইয়া জামিন প্রাপ্ত হন। কিন্তু তিনি অভিযোগ গঠনের দিন অনুপস্থিত থাকেন এবং তাহার বিরুদ্ধে অনুপস্থিতেই ফৌজদারী কার্য বিধির ৩৩৯(খ) (২) ধারায় বিধান মোতাবেক অভিযোগ গঠন করা হয়। দরখাস্তকারীনির জবানবন্দি গ্রহণ করা হয় এবং তাহার দাখিলী কাগজাদি প্রদর্শনী ১,১(১), ও ২ হিসাবে চিহ্নিত হয়। আসামী অনুপস্থিত থাকায় তাহাকে জেরা করা বা তাহাকে ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪২ ধারায় পরীক্ষা করাও সম্ভব হয় নাই। অতপর যুক্তি কর্তনানী অন্তে দরখাস্তকারীনির নালিশা দরখাস্ততাহার সাক্ষ্যাদি পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, আসামী কর্তৃক ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের ৫(১) (এ) ধারার বিধান মতে দরখাস্তকারীনির মাসিক মজুরী ৭ (সাত) তারিখের মধ্যে প্রদান করা হয় নাই এবং টারমিনেশন বেনিফিটও ৫(২) ধারার বিধান মতে প্রদান করা হয় নাই। কাজেই, আসামী কর্তৃক উক্ত আইনের ৫ ধারার বিধানাবলী সংঘটিত হওয়ায় তিনি উক্ত আইনের ২০(১) ধারায় যে শাস্তিযোগ্য অপরাধ করিয়াছেন তাহার দরখাস্তকারীনি সাক্ষ্য প্রমাণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। কাজেই, তাহাকে উপরে বর্ণিত ধারায় দোষী স্বাব্যস্ত করা হইল। সুতরাং আমি মনে করি তাহার কৃত অপরাধের জন্য ৩ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড এবং ৫০০ টাকা জরিমানার আদেশ প্রদান করা হইলে ন্যায় বিচার নিশ্চিত হইবে। অতএব এইরূপ।

আদেশ

হইল যে-আসামী গোলাম জাকারিয়া ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, ওয়েসিস (প্রঃ) লিঃ, ১০০২/বি মালিবাগ চৌধুরীপাড়া, থানা-সবুজবাগ, ঢাকাকে ১৯৯৮ সালের ফৌজদারী কার্য বিধির ৫(২) ধারাসহ ২৪৫ (২) ধারার আওতায় তাহার অনুপস্থিতিতে ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের ২০(১) ধারার বিধান মোতাবেক দোষী সাব্যস্ত করা হইল এবং তাহাকে ৩ (তিন) দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড এবং ৫০০ (পাঁচশত) টাকা জরিমানার আদেশ প্রদান করা হইল।

অত্র আদালতে আত্ম সমর্পন অথবা তাহার গ্রেফতারীর তারিখ হইতে অত্র আদেশ কার্যকর হইবে।

প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত অত্র আদেশের অনুলিপিসহ গ্রেফতারী পরওয়ানার ১ (এক)টি কপি চীপ মেট্রোপলিটন ম্যাজিষ্ট্রেট, ঢাকা এবং অপর ১টি কপি সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক
(জেলা ও দায়রা জজ)
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
ঢাকা।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
শ্রম ভবন (৭ম তলা)
৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

মজুরী পরিশোধ মামলা নং-৬১/১৯৯৬

আবদুল সালাম, প্রাক্তন বার্জ সারেং,
কোর্ড নং-৭৪৭২৯,
বি, আই, ডব্লিউ, টি, সি,
গ্রাম-উত্তর কেওরা
ডাকঘর-নাগের দীঘিরপাড়,
থানা-রায়পুরা, জেলা-নোয়াখালী
বর্তমানে জিলা-লক্ষীপুর। —দরখাস্তকারী।

বনাম

(১) বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্পোরেশন পক্ষে-ইহার চেয়ারম্যান, সাং-৫ নং দিলকুশা বা/এ, থানা-মতিঝিল, জিলা ঢাকা।

(২) ম্যানেজার (বাণিজ্যিক) চলতি দায়িত্বে দাবি শাখা,
বি, আই, ডব্লিউ, টি, সি, ৫নং দিলকুশা বা/এ,
থানা-মতিঝিল, ঢাকা। —প্রতিপক্ষগণ

উপস্থিত-মোঃ আব্দুর রাজ্জাক (জেলা ও দায়রা জজ),
চেয়ারম্যান, দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।
রায়ের তারিখ- ২৭/৮/৯৭

রায়

অত্র মোকাদ্দমা ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের ১৫(২) ধারার আওতায় দরখাস্তকারী আবদুল সালাম কর্তৃক আনিত একটি মোকাদ্দমা।

দরখাস্তকারীর মোকাদ্দমা সংক্ষিপ্তকারে এই যে, তিনি ইং ১-৭-১৯৬১ তারিখে প্রতিপক্ষের অধীনে কাজে যোগদান করিয়া ৩৪ বৎসর ৭ মাস ২ দিন দায়িত্ব পালন করতঃ বার্জ সারেং হিসাবে ইং ৩১-১২-১৯৯৫ তারিখে অবসর গ্রহণ করেন। ২৮-৫-৯৬ ইং তারিখের পত্র মোতাবেক তাহার আনুতোষিক বাবদ ২,৬২,১৮৫ টাকা কর্পোরেশন কর্তৃক ধার্য করা হইয়াছে। অতঃপর কর্পোরেশনের ইং ২৮-৬-৯৬ তারিখের পত্রের মাধ্যমে ৯টি ঘাটতি

সংক্রান্ত দাবী কেইসের অজুহাত দেখাইয়া তাহার আইনানুগ প্রাপ্য হইতে মোট ৬৩,৬৭০ ·৬৩ টাকা অবৈধ ভাবে কাটিয়া রাখা হইয়াছে। এই কর্তনের জন্য তাহার চাকুরীরত অবস্থায় কোনরূপ শোকজ, চার্জসীট কিছুই প্রদান করা হয় নাই। তিনি তাহার নিযুক্তির আইনজীবীর মাধ্যমে ইং ১২-৯-৯৬ তারিখ কর্তনকৃত টাকা ফেরতদানের জন্য একটি লিগ্যাল নোটিশ প্রদান করেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষ কর্পোরেশন উক্ত লিগ্যাল নোটিশ প্রাপ্ত হইয়া কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় তৎকর্তৃক উক্ত কর্তনকৃত অর্থ ক্ষতিপূরণ সহ পরিশোধ করিবার নিমিত্ত প্রতিপক্ষকে নির্দেশ দানের আবেদনে এই মোকাদ্দমা করা হইয়াছে।

প্রতিপক্ষ পদে লিখিত জবাবের মাধ্যমে অত্র মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বতা করা হইয়াছে। দরখাস্তকারীর মোকদ্দমার বিভিন্ন হেতুতে প্রতিপক্ষগণ কর্তৃক অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা হইয়াছে। তাহাদের সুনির্দিষ্ট মোকদ্দমা সংক্ষিপ্তকারে এই যে, বি, আই, ডব্লিউ টি,সি সারকুলার মোতাবেক প্রতিটি ঘাটতি কেসে ১৫,০০০/টাকার নিচে হইলে বিভাগীয় সিদ্ধান্তক্রমে এবং উহার উর্দ্ধের মোকদ্দমাগুলি তদন্তক্রমে ডেবিট নোট ইস্যু করিয়া সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর নিকট হইতে হিস্যা মোতাবেক কর্পোরেশন আদায় করিয়া থাকে। দরখাস্তকারী চাকুরীতে নিয়োজিত থাকা অবস্থায় ৯(নয়) টি পরিবহন জনিত ঘাটতির সাথে জড়িত ছিলেন। তৎকারণে দরখাস্তকারীকে চার্জসীট প্রদান করা হয়। তিনি উক্ত চার্জসীটের জবাব প্রদান করেন। তাহাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া হয়। তদন্তক্রমে ও বিভাগীয় সিদ্ধান্তক্রমে তাহারসহ সংশ্লিষ্ট ঘাটতির সহিত জড়িত অন্যান্যরাও দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় ঘাটতি সংক্রান্ত তাহার আনুপাতিক হিস্যা হিসাব দাবীর পরিমাণ ৬৩,৬৭০·৬৩ টাকা সঠিক ভাবে ডেবিট নোটের মাধ্যমে কাটিয়া রাখা হইয়াছে। বর্ণনাতে আরও উল্লেখ করা হয় যে, ডেবিট নোটগুলি দরখাস্তকারী চাকুরীরত অবস্থায় ইস্যু করা হয় এবং ঘাটতির দাবীর মূল্য দরখাস্তকারী কর্তৃক পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হওয়ায় তাহার অবসর কালীন পাওনা ২,৬২,১৮৫/ টাকা হইতে উক্ত অর্থ কর্তন করিয়া রাখা হইয়াছে। এমতাবস্থায়, দরখাস্তকারীর মোকদ্দমা খরচসহ খারিজযোগ্য।

বিচার্য বিষয়:

(১) দরখাস্তকারী তাহার আনুতোষিক হইতে কর্তনকৃত ৬৩,৬৭০·৬৩ টাকা ক্ষতিপূরণ সহ ফেরৎ পাইতে হকদার কিনা?

পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত:

ইহা স্বীকৃত যে, দরখাস্তকারী আব্দুল সালাম ইং ৩১-১২-৯৫ তারিখে চাকুরী হইতে বার্জ সায়েং হিসাবে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন এবং ইহাও স্বীকৃত যে, প্রদর্শনী-১ এর ভিত্তিতে তাহার অনুকূলে ২,৬২,১৮৫ টাকা আনুতোষিক হিসাবে দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক

মঞ্জুরীকৃত হইয়াছে। প্রদর্শনী-২ ও তৎসংযুক্ত হিসাব বিবরণী মতে ৬৩,৬৭৫/৬৩ টাকা কর্তনযোগ্য দেখানো হইয়াছে। হিসাব বিবরনীটি হুবহু উদ্ধৃত হইল।

ক্রমিক নং	দাবীনথি নং	ডেভিট নোট নং	তারিখ	টাকার পরিমাণ	জলযানের নাম
(১)	দাবি/ডে/১৮/৭৪	১৩	১৫-৯-৭৮	৮৬৬·৮২	IB.Na
(২)	দাবি/পি/১৪/৭৯-৮০	৮	৩-৭-৮৬	১৯,৯৭৫·৪৫	IB.sh
(৩)	খাদ্য/কেত্র/কে/৪/৮৪-৮১	৮৩	৮-১১-৮৭	১৫,৮৪৮·৬৪	unit
(৪)	খাদ্য/কেত্র/কে/৪/৮০-৮১	১২৪	৩০-১-৮৮	৪৩১·৪৬	IB,sh
(৫)	খাদ্য/কেত্র/কে/৭/৮১-৮২	২৮	১২-৪-৮৯	১,০২০·৪৫	U-I
(৬)	খাদ্য/এনত্র/এন/৯/৮৩-৮৪	৯৪	৩১-৫-৮৯	৮,৯৪১·১৭	,,
(৭)	খাদ্য/কেত্র/বি/১০/৮১-৮৩	১২	১১-৭-৮৯	১২-৪৪৩·৫৬	,,
(৮)	বিএডিসি/এনত্র/এন/৫৫/৮৮-৮৯	৬৮৩	৩-১১-৯১	৫৬৬·২৮	ksy
(৯)	খাদ্য/কেত্র/এম/২৪/৮২-৮৩	৭৭৩	২৪-১২-৯১	১২,৪১৬·৮০	U-I
				৬৩,৬৭৩·৬৩	

দরখাস্তকারী উপরোক্ত কর্তন বে-আইনী মর্মে আপত্তি তুলিয়াছেন এবং উপরোক্ত কর্তনের নিমিত্ত কোন তদন্ত হয় নাই বা তাহাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া হয় নাই মর্মে তাহার নালিশী দরখাস্তে অভিযোগ করিয়াছেন। তিনি এই অভিযোগের সমর্থনের পি, ডব্লিউ-১ হিসাবে সাক্ষ্য দিয়াছেন এবং তাহার দাখিলী কাগজাদি প্রদর্শনী -১,২৩৩ হিসাবে চিহ্নিত করা হইয়াছে।

অপরদিকে দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক অভিযোগ খন্ডনের লক্ষ্যে বি, আই, ডব্লিউ, টি, সির প্রধান কার্যালয়ে সহ ব্যবস্থাপক (বাণিজ্য) হিসাবে কর্মরত মো: বেলায়েত হোসেনকে ডি, ডব্লিউ-১ হিসাবে সাক্ষ্য প্রদান করানো হইয়াছে এবং তৎকর্তৃক দাখিলী দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ পত্র, প্রদর্শনী ক, ক(১), ক(২), দরখাস্তকারীর জবাব প্রদর্শনী-খ, খ(১), খ(২), সাক্ষীর জবানবন্দি প্রদর্শনী-গ, গ(১), তদন্ত প্রতিবেদন প্রদর্শনী-ঘ, ঘ(১), ৮টি ডেবিট নোট প্রদর্শনী-ঙ সিরিজ এবং ৪টি সতর্ক পত্র প্রদর্শনী-চ সিরিজ হিসাবে চিহ্নিত হইয়াছে। উপরোক্ত কাগজাদি হইতে দেখা যায় যে, প্রদর্শনী-২ সংযুক্ত কর্তন বিবরণীতে উল্লিখিত ১১,৯৭৫·৪৫ টাকা কর্তনের সপক্ষে দরখাস্তকারীকে ইং ১০-৮ ৮৩ তারিখে প্রদর্শনী-'ক' মূলে চার্জশীট করা হইয়াছে যৎপ্রেক্ষিতে তিনি প্রদর্শনী-৫ (খ) মূলে জবাব দিয়াছেন। প্রদর্শনী-গ হইতে দেখা যায় যে, তিনি এতদসম্পর্কে জবানবন্দিও প্রদান করিয়াছেন। প্রদর্শনী-ঘ তদন্ত প্রতিবেদন হইতে দেখা যায় যে, তাহাকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া ইং ১৫-৯-৮৪ তারিখ তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হইয়াছে। যৎপ্রেক্ষিতে

প্রদর্শনী-ঙ সিরিজে রক্ষিত ইং ৩-৭-৮৬ তারিখে ডেবিট নোট মূলে হারাহারি ১১,৯৭৫·৪৫ টাকা কর্তনের আদেশ হইয়াছে। এমতাবস্থায়, আমি মনে করি উক্ত কর্তন যথাযথ ও আইনানুগভাবে করা হইয়াছে। প্রদর্শনী-২ সংযুক্ত কর্তনবিবরনী এবং প্রদর্শনী-ঙ সিরিজ-ভুক্ত ডেবিট নোট নং-৯৪ মতে টাকা ৮,৯৪৯·১৭ টাকা হারাহারি কর্তনের সপক্ষে দেখা যায় যে দরখাস্তকারীকে ইং ৭-৭-৮৪ তারিখে চার্জসীট দেওয়া হয় যৎপ্রেক্ষিতে তিনি প্রদর্শনী খ(১) মূলে জবাব প্রদান করিয়াছেন। ইহা ব্যতিরেকে প্রদর্শনী-চ সিরিজে রক্ষিত সর্তকীকরণ পত্র হইতে দেখা যায় যে, এই প্রসংগে একটি তদন্ত কমিটি গঠিত হইয়াছিল এবং তদন্তে তাহাকে দোষী সাব্যস্ত করা হইয়াছিল। কাজেই যাচতি সম্পর্কিত টাকা ৮,৯৪১·১৭ টাকা হিস্যা অনুযায়ী সঠিকভাবে কর্তন করা হইয়াছে বলিয়া আমি মনে করিয়া ইং ৩০-১১ ৯১ তারিখে চার্জসীট এবং দরখস্তকারী কর্তৃক দাখিলী জবাব প্রদর্শনী-খ(২), তদন্ত এ জবানবন্দি প্রদর্শনী-গ(১), প্রদর্শনী-খ (১) সিরিজে রক্ষিত ইং ২৫-১-৯২ তারিখে প্রতিবেদন এবং প্রদর্শনী-ঙ সিরিজে রক্ষিত ডেবিট নোট নং ৭৭৩·৯১ যাহা ২-২-৯২ তারিখে স্বাক্ষরিত ও প্রদর্শনী-চ সিরিজে রক্ষিত পত্রের ভিত্তিতে ইহা যাথাযথভাবে প্রমানিত হয়য়ে, দরখাস্তকারীর আনুতোষিক হইতে ১২,৪১৬·৮০ টাকা কর্তন আদেশ যথাযথ ও আইনানুগ।

প্রদর্শনী-ক সিরিজে রক্ষিত ইন ভয়েস নং-১৩/২১০৮৬ সংক্রান্ত চার্জসীট, ২-৩-৮৫ইং তারিখের তদন্ত প্রতিবেদন প্রদর্শনী-খ সিরিজ, প্রদর্শনী-ঙ সিরিজে রক্ষিত ৮-১১-৮৭ইং তারিখের ৮৩/১ নম্বর ডেবিট নোট ও প্রদর্শনী-চ সিরিজভুক্ত, ইং ১৪-১০-৮৬ তারিখের সর্তকীকরণ পত্র বিবেচনায় দেখা যায় যে, ১৫,৮৪৮·৬৪ টাকা হারাহারি কর্তনের আদেশ দেওয়া হইয়াছে। উক্ত কর্তনযোগ্য অভিযোগ সংক্রান্ত চার্জসীট ও সর্তকীকরণ পত্র হইতে দেখা যায় যে, দরখস্তকারী কর্তৃক ইং ২৫-১২-৮২ তারিখে জবাব দাখিল করা হয় এবং উক্ত জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় ইং ২৫-১০-৮৩ তারিখ এর অফিস আদেশ নং-বক ২০৭/৮৩ মূলে একটি তদন্ত কমিটি গঠিত হয়। উক্ত তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন হইতেও দেখা যায় যে, দরখাস্তকারী কর্তৃক জবাব দাখিল করা হইয়াছিল এবং তদন্তে তদকর্তৃক জবানবন্দি দেওয়া হয়। এই সকল কাগজাদি অফিসিয়াল রেকর্ডের অংশ এবং ভিন্ন কর্ম কর্তার স্বাক্ষর যুক্ত। কাজেই, আমি উক্ত তদন্ত প্রতিবেদন, মূল্য আদায় ও সতর্কীকরণ পত্র বিবেচনায় এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে বাধ্য হইতেছি যে, ১৫,৮৪৮·৬৪ টাকা যে কর্তন আদেশ দেওয়া হইয়াছে তাহা যথাযথ ও আইনানুগ এলওয়াই জেট ১৩৯, তারিখ ২৮-৮-৭৪ যাহার ডেবিট নোট নং-১৩, তাং ১৫-৯-৭৮, প্রদর্শনী-২ এর সংলগ্নী দাবী কেস নং-১৮/৭৪, ইনভয়েস নং ৫৭৪/৮৬, তাং ১০ ১১-৮৯, প্রদর্শনী-ঙ সিরিজ হইতে রক্ষিত যাহার ডেবিট নোট নং-১২৪/১, তাং ৩০-১-৮৮, ইনভয়েস নং-১৯/৩৪, তাং ১৫-৫-৮১, প্রদর্শনী-ঙ সিরিজে রক্ষিত যাহার ডেবিট নোট নং ২৮/১, তাং ১২-৪-৮৯, ইনভয়েস নং নিল, প্রদর্শনী ঙ সিরিজে রক্ষিত যাহার ডেবিট নোট ১২/১, তাং ১১-৭-৮৯ ও ডেবিট নোট নং ৬৮৩, তাং ৩-১১-৯১ সংক্রন্ত কাগজাদি বিবেচনায় দেখা যায় যে প্রদর্শন-২ সংলগ্ন কর্তনযোগ্য ৮৬৬·৮২, ৪৩১·৪৬, ১০২৩·৪৫, ১২,৪৪৩·৫৬, ৫৬৬·২৮ টাকা সম্পর্কে উপরে বর্ণিত কাগজাদি ছাড়া দরখাস্তকারীকে যে উক্ত কর্তনযোগ্য অর্থের জন্য চার্জসীট তদন্ত প্রতিবেদন ইত্যাদি অত্র আদালত সম্মুখে উপস্থাপিত হয় নাই।

এমতাবস্থায়, উপরে বর্ণিত কাগজাদি বিবেচনাক্রমে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে বাধ্য হইতেছি যে, প্রদর্শনী ২ এর সংলগ্ন ভিত্তিতে কর্তনকৃত ৬৩,৬৭০·৬৩ টাকার মধ্যে ১১,৯৭৫ ৪৫+৮,৯৪১·১৭+১২,৪১৬·৮০+১৫,৮৪৮·৬৪ টাকা একুনে ৪৯,১৮২·০৬ টাকা যথাযথ ও আইনানুগভাবে দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক কর্তন করা হইয়াছে। আইনানুগ কাগজাদির অনুপস্থিতিতে দরখাস্তকারী কর্তনকৃত ৬৩,৬৭০·৬৩ টাকার মধ্যে ১৪,৪৮৮·৫৭ টাকা ফেরত পাইতে হকদার। সুতরাং এইরূপ।

আদেশ

হইল যে অত্র মোকদ্দমাটি দোতরফা শুনানীতে বিনাখরচায় আংশিক মঞ্জুর হইল। ১৯৩৪ সালের মজুরী পরিশোধ বিধি মালার ২২(১) ধারার বিধান মোতাবেক দরখাস্তকারীর আনুতোষিক হইতে কর্তনকৃত অর্থ মধ্যে ১৪,৪৮৮·৫৭ টাকা অদ্য হইতে ৬০(ষাট) দিনের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর কার্যালয়ে জমা প্রদানের নিমিত্ত দ্বিতীয় পক্ষকে নির্দেশ প্রদান করা হইল। অন্যথায় দরখাস্তকারী উক্ত কর্তনকৃত অর্থ ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের ১৫(৫) ধারার বিধান মোতাবেক দ্বিতীয় পক্ষ হইতে পাবলিক ডিমান্ড হিসাবে আদায় করিতে পারিবে।

অত্র রায়ের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

স্বাঃ
মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
ঢাকা।
তারিখ:—২৭-৮-৯৭ইং

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
শ্রম ভবন (৭ম তলা),
৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

মজুরী পরিশোধ মোঃ নং-৭৪/৯৬

মোঃ রুস্তম, পিতা আবদুল খালেক,
গ্রাম-হোগাট পার্ট,
পোঃ-মোখবাড়িয়া,
জিলা-পিরোজপুর,
বর্তমান ঠিকানা:-
আগারগাঁও, তাল তলা,
গোলারটেক, থানা-মোহাম্মদপুর,
জেলা ঢাকা—দরখাস্তকারী।

(১) বিসমিল্লাহ রিক্সা মালিক সমিতি
আগায়গাঁও, (গোলার টেক) তালতলা,
থানা-মোহাদপুর, জেলা ঢাকা
ইহার প্রতিনিধিত্বে সভাপতি।

বনাম

(২) বেলায়েত হালদার,
সভাপতি,
বিসমিল্লাহ রিক্সা মালিক সমিতি,

(৩) বজলু হালদার, সেক্রেটারী,
বিসমিল্লাহ রিক্সা মালিক সমিতি,
উভয়-আপারগাঁও (গোলার টেক) তালতলা,
ঢাকা এবং
প্রযত্নে-কাওরান বাজার কৃষি মার্কেট,
প্রথম তলা, ঢাকা
প্রযত্নে-মোঃ গিয়াস উদ্দিন, ষ্টোর—প্রতিপক্ষগণ।

আদেশের কপি

আদেশ নং-৯, তারিখ-২৭-৮-৯৭

মামলাটি একতরফা শুনানীর জন্য ধার্য আছে। প্রথম পক্ষ অনুপস্থিত। তাহার নিযুক্তির বিজ্ঞ-আইনজিবী সময়ের দরখাস্ত দিয়াছে। দ্বিতীয় পক্ষ অনুপস্থিত। শুনিলাম ও নথি দেখিলাম। গত ৮-৬-৯৭, ১৭ ৬-৯৭ ও ১৬ ৭-৯৭ ইং তারিখ প্রথম পক্ষ অনুপস্থিত ছিলেন এবং সময় মঞ্জুর করা হইয়াছিল। এতাবস্থায়, অদ্য সময়ের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করা হইল। নথিদৃষ্টে প্রতিয়মান হয় যে, বাদি পক্ষ মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী। সুতরাং এইরূপ।

আদেশ

হইল যে-মামলাটি প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতিজনিত কারণে খারিজ করা হইল।

অত্র আদেশের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

স্বাঃ
মোঃ আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
ঢাকা।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
শ্রম ভবন (৭ম তলা),
৪ নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।
মজুরী পরিশোধ মামলা নং ৪৯/১৯৯৭

মোঃ গিয়াস উদ্দিন,
পিতা-মৃত জনাব আলী প্রধানিয়া,
প্রাক্তন সিনিয়র প্রডাকশন অফিসার,
মুন্সু সিরামিক ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ,
৭২, ব্যাংক কলোনী,
সাভার, ঢাকা। —দরখাস্তকারী।

বনাম

(১) মুন্সু সিরামিক ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ,
ডাকঘর+থানা-ধামরাই,
জেলা—ঢাকা।
প্রতিনিধিত্বে-ইহার জেনারেল ম্যানেজার

(২) মিঃ হারুনর-অর-রশিদ মুন্সু,
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর,
মুন্সু সিরামিক ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ,
ওয়ারী, ঢাকা। —প্রতিপক্ষগণ।

আদেশের কপি

আদেশ নং-৪ তারিখ ২৭-৮-৯৭

প্রথম পক্ষ মোঃ গিয়াস উদ্দিন অনুপস্থিত। দ্বিতীয় পক্ষের আইনজীবী মামলাটি খারিজ করার জন্য দরখাস্ত দিয়াছেন। প্রথম পক্ষের নিযুক্তীয় আইনজীবী কর্তৃক ২৬-৮-৯৭ তারিখের দাখিলী মামলা খারিজের দরখাস্ত পেশ করা হইয়াছে। প্রথম পক্ষের আইনজীবী জানান যে, মামলাটি চালাইবার জন্য প্রথম পক্ষের কোন Instruction নাই। নথি দেখিলাম এবং উভয় পক্ষের নিযুক্তীয় আইনজীবীগণের বক্তব্য শুনিলাম। এমতাবস্থায়, ইহাই প্রতিয়মান হয় যে, প্রথম পক্ষ মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী। সুতরাং এইরূপ,

আদেশ

হইল যে-মামলাটি প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতিজনিত কারণে খারিজ করা হইল। অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

স্বাঃ
মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
শ্রম ভবন (৭ম তলা),
৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

মজুরী পরিশোধ কেস নং ৪২/৯৭

মোঃ মুসলিম উদ্দিন,
পিতা-মৃত মমিন উদ্দিন,
প্রাক্তন সিনিয়র প্রডাকশন অফিসার,
৭২, ব্যাংক কলোনী,
সাভার, ঢাকা।—দরখাস্তকারী।

(১) মুন্নু সিরামিক ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ,
ডাকঘর ও থানা-ধামরাই,
জেলা-ঢাকা।

(২) মিঃ হারুন-অর-রশিদ মন্নু,
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর,
মুন্নু সিরামিক ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ,
ওয়ারী, ঢাকা—প্রতিপক্ষগণ।

আদেশের কপি

আদেশ নং-৪ তারিখ ২৭-৮-৯৭

প্রথম পক্ষ মুসলিম উদ্দিন অনুপস্থিত। দ্বিতীয় পক্ষের আইনজীবী মামলাটি খারিজ করার জন্য দরখাস্ত দিয়াছেন। প্রথম পক্ষের নিযুক্তীয় আইনজীবী কর্তৃক ২৬-৮-৯৭ ইং তারিখের দাখিলী মামলা খারীজ করার দরখাস্ত অদ্য পেশ করা হইয়াছে। প্রথম পক্ষের আইনজীবী জানান যে, মামলাটি চালাইবার জন্য প্রথম পক্ষের কোন Instruction নাই। নথি দেখিলাম। এবং উভয় পক্ষের নিযুক্তীয় বিজ্ঞ আইন জীবীগণের বক্তব্য শুনিলাম। এমতাবস্থায় ইহাই প্রতিয়মান হয় যে, প্রথম পক্ষ মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী। সুতরাং এইরূপ।

আদেশ

হইল-যে মামলাটি প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতি জনিত কারণে খারিজ করা হইল।

অত্র আদেশের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হইল।

স্বঃ
মোঃ আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
শ্রম ভবন (৭ম তলা,
৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

মজুরী পরিশোধ কেস নং ৪৩/১৯৯৭

জয়দেবপুর চন্দ্র কুরী,
পিতা-মৃত-ইন্দ্র কুমার কুরী,
প্রাক্তন সিনিয়র প্রডাকশন অফিসার,
৭২, ব্যাংক কলোনী, সাভার, ঢাকা—দরখাস্তকারী

বনাম

(১) মুন্নু সিরামিক ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ
ডাকঘর+থানা—ধামরাই,—জেলা ঢাকা, প্রতিনিধিত্বে
উহার জেনারেল ম্যানেজার,

(২) মিঃ হাফুন অর-রশিদ-মুন্নু,
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর,
মুন্নু সিরামিক ইন্ডাষ্ট্রি লিঃ,
ওয়ারী, ঢাকা—প্রতিপক্ষগণ।

আদেশের কপি

আদেশ নং—৪ তারিখ ২৭-৮-৯৭

প্রথম পক্ষ জয়দেব চন্দ্র কুড়ি, অনুপস্থিত। দ্বিতীয় পক্ষের আইনজীবী মামলাটি খারিজ করার জন্য দরখাস্ত দিয়াছেন। প্রথম পক্ষের নিযুক্তীয় আইনজীবী কর্তৃক ইং ২৬-৮-৯৭ তারিখের দাখিলী মামলা খারিজ করার দরখাস্ত অদ্য পেশ করাইয়াছে। প্রথম পক্ষের আইনজীবী জানান যে মামলাটি চালাইবার জন্য প্রথম পক্ষের কোন Instruction নাই। নথি দেখিলাম এবং উভয় পক্ষের নিযুক্তীয় বিজ্ঞ-আইনজীবীগণের বক্তব্য শুনিলাম। এমতাবস্থায় ইহাই প্রতিয়মান হয় যে, প্রথম পক্ষ মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী। সুতরাং এইরূপ।

আদেশ

হইল যে মামলাটি প্রথম পক্ষে অনুপস্থিতিজনিত কারণে খারিজ করা হইল।
অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

স্বাক্ষর
মোঃ আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত
ঢাকা।

মুহাম্মদ রবিউল ইসলাম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত
বিমান বিহারী দাস, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনী অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।